# City newspaper's BEST EDITORIAL accolade to our Puja Souvenir, 2016

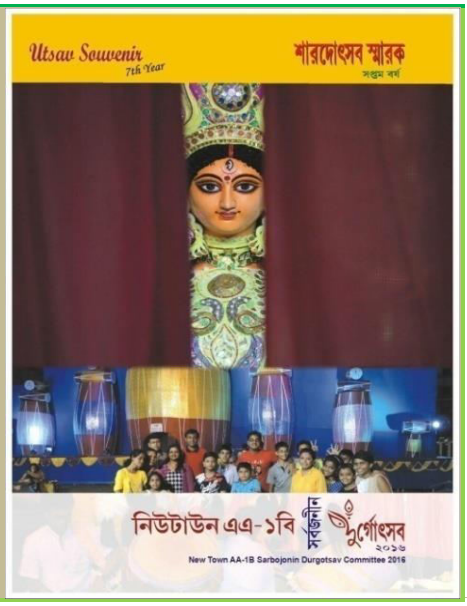

## স্মারক বিভাগীয় কমিটির কথা

মুখাবয়বে অরুণরাগ এনে যতই বলি না কেন – কাশফুলের দোলা ছুঁয়ে যায় এই মেট্রোপলিস মনকে, পরমুহূর্তেই গ্রস্ত হতে হয় কোন না কোন ফ্যাকাশে ঘটনার আচমকা আঘাতে। পুরাণ রামচন্দ্র সুরথরাজার মিথ্-এর অভিঘাতে যতই মহিষবিনাশিনীর ইতিবৃত্তের পুনর্নির্মাণে শ্রমসাধ্য প্রয়াসে আগ্রহী হই না কেন, বিপ্রতীপে এই মেগাপলিস্-সদর-মফস্বলের পুজোই কি হয়ে উঠছে না এক একটি মিথ্ ? ঢাক ধুনুচি ফুল মন্ত্র পুরোহিত যজমান খিম্ – তালিকায় এখানেই দাঁড়ি পড়ছে না। সব কিছুর বাইরে গিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে কলকাতার পুজো একটা 'ইভেন্ট'। পার্বণ থেকে মহাপর্বে পুজোর এই যে উত্তরণ তার চালচিত্র গড়া বাজেট নামক একটি বিশেষ নৈবেদ্য-য়। শহরের সব পুজোর খরচ মেলালে বাজেটের যে বহর দাঁড়াবে, তার সামনে তাবড় ইভেন্ট-এর খরচও ডাহা ফেল মেরে যেতে পারে – যে বাজেটে অন্তরালের কারিগর প্রায়শই কর্পোরেট ও ক্ষমতার অনিবার্য যুগলবন্দী। হয়তো পুজোও তাই হয়ে-ওঠা এক পণ্য। এবং অনিবার্য কারণেই এই বৈভবের পুজোর প্রকৃত খরচ কত তার আঁচ পাওয়া দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে উঠছে। যদিও কান পাতলে শোনা যায় প্রচার বিজ্ঞাপনের খরচ ধরলে বেশ কয়েকটি পুজোর খরচ কোটির ঘরে। অমল ধবল পালে এখন কত দিকের হাওয়া যে লেগে যায় সে এক গবেষণার বিষয়। ইদানীং পুজোর এই অর্থনীতি সমাজনীতি নিয়েও বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে, এমন কি দেশে-বিদেশে গবেষণাও। ছলনাময়ী কালচক্রের আর একটি দিক মনে আসে এই প্রসঙ্গে; আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। বাংলায় তখন সুলতানী আমল। সেই আমলে তৎকালীন টাকার অঙ্কে খরচ হয়েছিল ৯ লক্ষ টাকা। সেই পুজো আজও হয় তাহেরপুরে, এবছরেও হয়েছে। চারশতাধিক বর্ষের সে রাজ্যপাট আর আড়ম্বর কবেই অস্তমিত; স্থানীয় কিছু মানুষজনের সীমিত সাধ্যে তার বাজেট এখন ১ লক্ষ টাকা। অর্থনীতি এখানে পিছু হটেছে সমাজেতিহাসের ধারার সমান্তরালে।

এতশত প্রসঙ্গের মধ্যেও দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িত সামাজিক উৎসবের তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয় এমনকি নিরীশ্বরবাদী বিদগ্ধ মননেও। বিদ্যালয়-পাঠ্য বইতে রচনা পড়তে হতো – দুর্গাপুজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এটাও অন্তত আংশিক সত্য যে পুজো ছাড়িয়ে উৎসবে উত্তরনের (বা অবতরনের) মধ্যে একটি সেক্যুলার আবহের আভাষ থাকে। এছাড়া এত স্তরের এত মানুষের জীবিকা এই উৎসবের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে পুজোর বিরাট বাজেটকে অপচয় বলার পরিসর হয়তো আর থাকে না। আর উৎসবের উপরিকাঠামোয় আতিশয্য অতি-আচার কিছু থাকলেও অমল আনন্দও আছে। সদ্য বাংলাদেশ ঘুরে আসা সাংবাদিকের প্রতিবেদনে দেখলাম রাজশাহীর বিভিন্ন পুজামন্ডপে দৃশ্যমান শ্লেক্স-বার্তা – *"ধর্ম যার যার উৎসব সবার"*। বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যদি বলি হয়ে-উঠতে-থাকা এই নব্য উপনগরীর সপ্তম বার্ষিক শারদোৎসব যাপনেও সচেতনভাবেই আমরা বেছে নিয়েছি এই আনন্দটুকুকেই, আতিশয্যকে নয়। বোধ হয় ঔদ্ধত্য হবে না যদি বলি নবনগরীর পুরানোতম এই পুজোয় আমরা প্রাধান্য দিয়েছি বিনম্র আত্মপ্রকাশকেই, কর্পোরেট ও ক্ষমতার ঠমককে নয়। আমাদের সীমিত বাজেটে তাই থাকে না দামী শিল্পীর মঞ্চ-ধাঁধানো রঙ্গোলী, থাকে নিজেদের ও সন্ততিদের আন্তরিক অংশগ্রহণ। বাজেটে প্রাধান্য পায় বৃহত্তর পারিবারিক সংযোগ - বোধন থেকে ভাসান যাত্রায়। শারদোৎসবের এই স্মারক-পত্রিকাটিও সেই একত্র প্রয়াসের একটি স্মরণচিহ্ন বৈ কিছু নয়। যারা এই প্রয়াসে সহমর্মী তাঁদের জানাই কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে জানাই – নির্ধারিত বিষয়সমূহ যেমন ভাষ্য, শারদানুষ্ঠানের সচিত্র বিবরণী, অ্যাসোসিয়েশন সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞাতব্য, প্রতিযোগিতার ফলাফল, ব্যক্তিগত লেখা-সমৃদ্ধ ক্রোড়পত্র ইত্যাদি ছাড়াও পত্রিকা-খিম্ হিসাবে থাকছে কিছু আধুনিক কাব্যাংশ। এবারের বিষয় – *"দুর্গা- একালের কবিতার আয়নায়"*। আশা রাখি সব মিলে এ প্রকাশনা হয়তো গ্রহণযোগ্যতা পাবে আপনাদের অন্তরে-বাইরে।

বিনীত
অসিত কর্মকার, সত্যবান রায়
যুগ্ম আহ্বায়ক : স্মারক বিভাগীয় কমিটি
**নিউটাউন এএ-১বি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ২০১৬**